NRBCBSL daily news recap 06.07.2020

বন্ধ থাকবে সিভিও পেট্রোক্যামিক্যালের উৎপাদন

জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সব প্রাইভেট রিফাইনারিতে সাময়িকভাবে আগামী ৩ মাসের জন্য কনডেনসেট সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে পেট্রোবাংলা। এর ফলে বর্তমান মজুদ শেষ হওয়ার পর কারখানা উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারি লিমিটেডের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

কোম্পানিটির কর্মকর্তারা বলছেন, দেশের ১২ টি বেসরকারি রিফাইনারিতে এ বছরের জুলাই থেকে ৩ মাসের জন্য কনডেনসেট সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে পেট্রোবাংলা। একমাত্র কাঁচামাল হওয়ার কারণে কনডেনসেট ছাড়া উৎপাদন চালু রাখা সম্ভব নয়। কি কারণে কনডেনসেট সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোম্পানিগুলোকে কিছু জানানো হয় নি। তবে কনডেনসেট থেকে উৎপাদিত পেট্রোলের মান বিএসটিআই নির্ধারিত মানের তুলনায় নিম্নমানের, এমন কারণে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে তারা জানতে পেরেছেন। কভিড-১৯ এর এই সময়ে এভাবে হুট করে কনডেনসেট সরবরাহ স্থগিত করে দেয়া উচিত হয় নি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এর ফলে বেসরকারি রিফাইনারিগুলোর শ্রমিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

চলতি ২০১৯-২০ হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রথম তিন প্রান্তিকে সিভিও পেট্রোকেমিক্যালের শেয়ারপ্রতি লোকসান (ইপিএস) হয়েছে ৩৭ পয়সা, আগের হিসাব বছরের একই সময়ে যেখানে শেয়ারপ্রতি আয় হয়েছিল ২১ পয়সা। ৩১ মার্চ কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ১৪ টাকা ৫ পয়সা।

৩০ জুন সমাপ্ত ২০১৯ হিসাব বছরের জন্য উদ্যোক্তা ও পরিচালক বাদে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে সিভিও পেট্রোকেমিক্যালের পরিচালনা পর্ষদ। সমাপ্ত হিসাব বছরে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১২ পয়সা, আগের হিসাব বছরে যা ছিল ২৬ পয়সা। ৩০ জুন এনএভিপিএস ছিল ১৪ টাকা ৫৭ পয়সা, আগের হিসাব বছর শেষে যা ছিল ১৪ টাকা ৫৮ পয়সা।

এর আগে ২০১৮ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরেও ২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল কোম্পানিটি। ২০১৭ হিসাব বছরের জন্য ২ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ পেয়েছিলেন কোম্পানিটির শেয়ারহোল্ডাররা। তার আগে ২০১৬ হিসাব বছরে ২৫ শতাংশ নগদ এবং ২০১৫ হিসাব বছরে ১৫ শতাংশ নগদ ও ২৫ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ দিয়েছিল কোম্পানিটি।

প্রসঙ্গত, চিটাগং ভেজিটেবল অয়েল নামে ১৯৯০ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয় বর্তমান সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারি। ফুলকপি ব্র্যান্ডের সয়াবিন তেল ও গোল্ড কাপ ব্র্যান্ডের বাটার অয়েল ছিল তাদের মূল পণ্য। সে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে না পেরে ২০১৪ সালের এপ্রিলে কোম্পানিটি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশনে যায়। চিটাগং ভেজিটেবল অয়েল কোম্পানি আগে খাদ্য ও আনুষঙ্গিক খাতের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল নাম নেয়ার পর তা জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে চলে যায়।

বর্তমানে এ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ১৫০ কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধন ২৫ কোটি ২৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। রিজার্ভে রয়েছে ৭ কোটি ৮৮ লাখ ১০ হাজার টাকা। মোট শেয়ার সংখ্যা ২ কোটি ৫২ লাখ ৪৫ হাজার। এর ৫০ শতাংশ উদ্যোক্তা-পরিচালক, ২২ দশমিক ৩১ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, দশমিক ২২ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগকারী ও ২৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে।

ডিএসইতে গতকাল সিভিও পেট্রোকেমিক্যালের শেয়ার সর্বশেষ ১১৫ টাকা ৪০ পয়সায় লেনদেন হয়। গত এক বছরে শেয়ারটির সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ৭৭ টাকা ও ১৫৭ টাকা।

https://bonikbarta.net/home/news_description/234648/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8

বিএসইসির অনলাইন প্লাটফর্মে যুক্ত হল ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি ও সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ানরা

ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি ও সিকিউরিটি কাস্টডিয়ানদের অনলাইন প্লাটফর্মে যুক্ত করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এ প্লাটফর্মের মাধ্যমে ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি ও সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ানরা এ বছরের জুলাই থেকেস তাদের মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অনলাইনে জমা দিতে পারবে। বিএইসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম গতকাল এ প্লাটফর্মে ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি ও কাস্টডিয়ানদের যুক্ত করার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. সাইফুর রহমান স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এ প্লাটফর্মের মাধ্যমে প্রতিবেদন দাখিলের পর একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দেয়া হবে। তাছাড়া ব্যবহারকারীরা তাদের ড্যাশবোর্ডে এরইমধ্যে যেসব প্রতিবেদন জমা দিয়েছে সেগুলোও থাকবে। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দাখিল করা প্রতিবেদন সংশোধন করা যাবে। এই প্লাটফর্মটি বিএসইসি অন্য কারো সাহায্য ছাড়া নিজেরাই তৈরি করেছে।এর ব্যবহারকারীরা দিনে কিংবা রাতে যে কোনো সময় প্রতিবেদন জমা দিতে পারবেন। অন্য দিকে বিএসইসি জমা হওয়া প্রতিবদেন একক ও সামস্টিকভাবে বিশ্লেষন করতে পারবে।

এর আগে গেল বছরের জুলাইয়ে চালু করা এ প্লাটফর্মের মাধ্যমে এতদিন প্রাতিষ্ঠানিক ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংক ও অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলো প্রতিবেদন দাখিল করছে।

অনুষ্ঠানে বিএসইসির চেয়ারম্যান বলেন, সবক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের অবকাঠামো স্থাপনের জন্য খুব শীঘ্রই একজন আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করা হবে। এ প্লাটফর্মের মাধ্যমে সব অংশীজনদের প্রতিবেদন দাখিল করা আরো সহজ হবে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এমএ বাকী খলিলি পুঁজিবাজারের সব কার্যক্রমে স্বচ্ছতার উপর বিশেষ জোর দেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তালিকাভুক্ত কোম্পানির ব্যবসায়িক পরিস্থিতির উপর অতিরিক্ত কোন তথ্যের প্রয়োজনের ব্যাপারে ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) সঙ্গে এক যোগে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি।

বিএসইসির কমিশনার মো: আবদুল হালিম চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য পুঁজিবাজারকে প্রস্তুত করার উপর জোর দেন।

https://bonikbarta.net/home/news_description/234156/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A6%BE

ফনিক্স ইন্স্যুরেন্সের লভ্যাংশ ঘোষণা

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ফনিক্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। আলোচিত বছরের জন্য কোম্পানিটি শেয়ারহোল্ডারদেরকে ১২ শতাংশ লভ্যাংশ দেবে। এর পুরোটাই নগদ লভ্যাংশ। সর্বশেষ বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (EPS) হয়েছে ২ টাকা ৩১ পয়সা। আগের বছর ইপিএস ছিল ২ টাকা ৫৬ পয়সা।

আলোচিত বছরে কোম্পানির শেয়ার প্রতি নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (এনওসিএফপিএস) ছিল ৬৩ পয়সা। আগের বছর ক্যাশ ফ্লো ছিল ১ টাকা ৮৫ পয়সা।

গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৩৪ টাকা ৬৮ পয়সা।

কোম্পানিটি পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর ডিজিটাল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড তারিখ আগামী ৩০ জুলাই নির্ধারণ করা হয়েছে।

http://www.arthosuchak.com/archives/592989/%e0%a6%ab%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a6%ad/

BSEC makes mandatory bank perpetual bonds' trading on bourses' main boards

The Bangladesh Securities and Exchange Commission on Sunday made mandatory listing of perpetual bonds issued by the banks as tradable securities on the main platforms of stock exchanges.

The stock market regulator will soon frame necessary rules for listing of the banks' perpetual bonds and allow their trading on the main boards.

The BSEC made the decision at a commission meeting, presided over by its chairman Shibli Rubayat-Ul-Islam, held on Sunday, said a BSEC press release.

The commission at the meeting also allowed ONE Bank and Mutual Trust Bank to float non-convertible perpetual bonds worth Tk 400 crore each.

The banks will float the bonds, which would be unsecured nonconvertible, Basel III compliant perpetual and floating rate bonds.

The face value of each unit of the bonds of the two banks will be Tk 10 lakh and coupon rate will be 11-14 per cent. Only banks, financial institutions, corporate institutions and other eligible investors will be allowed to subscribe the bonds through private placement.

The purpose of the issue is to strengthen the bank's additional Tier-I capital base.

EBL Investmet Limited is acting as the trustee of the two banks while City Bank Capital Resources Limited is the lead arranger for both the bonds and MTB Capital Limited will also be the lead arranger of MTB's bond.

https://www.newagebd.net/article/110329/bsec-makes-mandatory-bank-perpetual-bonds-trading-on-bourses-main-boards

Stocks pass another flat session

Dhaka stocks remained flat on Sunday as uncertainties amid the coronavirus outbreak in the country and a regulator-enforced floor price mechanism kept investors on edge.

DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, shed 0.13 per cent, or 5.21 points, to close at 3,981.52 points on the day after losing 2.35 points in the previous trading session.

Before the two-day loss, the DSEX gained 27 points in six sessions.

The market has been hovering at a certain point as investors were not getting any impetus to investment in the market during the pandemic, market operators said.

They said that the COVID-19 crisis hit the investors' sentiment so hard that they were unwilling to buy shares even at the lowest possible prices under the floor price system.

The Bangladesh Securities and Exchange Commission imposed the floor price mechanism on March 19 to check free fall on the market amid the pandemic.

Share prices of more than two-thirds of the companies have remained stuck at the lowest possible prices under the system since June 2.

The system failed to lure investors into buying shares, rather eroded fund flow to the market and brought the market to a near stock-still, market operators said.

The pandemic situation is worsening day by day, putting more pressure on the country's economy.

The death toll from the lethal virus reached 2,052 and total infection cases to 162,471 till Sunday.

Market operators said that the formation of around Tk 1,700 crore in special funds by 14 banks for stock market investment failed to encourage investors as the banks were yet to start investing the funds.

The market regulator last week asked 30 listed and four state-run banks to submit reports about the formation of special funds and their investment in the market.

Besides, the media reports that the owners of Crest Securities, a DSE brokerage house, went into hiding after embezzling clients' fund made investors more nervous.

UCB Capital Management in its daily market commentary said, 'Market activities remained shallow as investors are still watchful as the impact of COVID-19-induced uncertainty is still hovering over the economy.'

'Degrowth in export, decelerating private sector credit growth and dip in internal consumption leave the economy at a tight situation. Meanwhile, the floor price mechanism kept exit point very narrow,' it said.

The turnover on the bourse declined to Tk 73.4 crore on Sunday compared with that of Tk 81.11 crore in the previous trading session.

Of the 280 scrips traded on the DSE on Sunday, 36 declined, 30 advanced and 214 remained unchanged.

DSE blue-chip index DS30 dropped by 0.25 per cent, or 3.37 points, to close at 1,336.12 points on the day.

The DSES index also lost 0.11 per cent, or 1.06 points, to settle at 921.04 points.

Wata Chemicals led the turnover chart with its shares worth Tk 7.29 crore changing hands on the day.

Beximco Pharmaceuticals, Bangladesh Submarine Cables Company, GaxoSmithKline, Sonar Bangla Insurance, Provati Life Insurance, National Bank, Central Pharmaceuticals, Indo-Bangla Pharmaceuticals and Linde Bangladesh were the other turnover leaders.

https://www.newagebd.net/article/110330/stocks-pass-another-flat-session

BSEC moves to formulate rules

The securities regulator has moved to formulate rules for transactions of all perpetual bonds through the main trading platforms of the stock exchanges.

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on Sunday took this decision at a meeting held at its office.

"All perpetual bonds issued by banks will have to be transacted through the main trading platforms of the stock exchanges," the BSEC said.

A perpetual bond is a fixed income security which is often considered a type of equity. The major benefit of this security is that they pay a steady stream of interest payments.

Banks mainly issued the perpetual bonds, approved by the securities regulator, to strengthen their capital base as per the capital requirements set by the central bank.

The incumbent commission of the securities regulator has taken the initiative for commencing transactions of perpetual bonds following the long standing demand of making the bond market popular.

The government has also announced some measures in the budget for the fiscal year 2020-21 to make the bond market popular.

At Sunday's meeting, the securities regulator also approved two proposals of perpetual bonds to be issued by One Bank and Mutual Trust Bank (MTB).

One Bank will issue perpetual bond worth Tk 4.0 billion. The characteristics of the bond are unsecured, non-convertible, base-III compliant, floating rate.

The bond will be issued to, among others, state-owned financial institutions, mutual funds, insurance companies, listed banks, trust, and corporations through private placements.

The offer price of the bond to be issued by One Bank is Tk 1.0 million per unit.

The MTB will also issue perpetual bond worth Tk 4.0 billion. The characteristics are unsecured, non-convertible, and Basel-III complaint.

The bond will be issued to financial institutions, mutual funds, insurance companies, listed banks, trust, and corporations through private placements.

The price of the MTB's bond is Tk 1.0 million per unit.

Stocks edge down amid low turnover

Stocks edged lower on Sunday as investors remained cautious amid ongoing pandemic situation and floor price limitation.

DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange (DSE), went down by 5.21 points or 0.13 per cent to settle at 3,981.

Two other indices also ended marginally lower. The DS30 index, comprising blue chips, fell 3.37 points to finish at 1,336 and the DSE Shariah Index shed 1.06 points to close at 921.

Turnover, another important indicator of the market, stood at Tk 734 million, which was 9.50 per cent lower than the previous day's turnover of Tk 811 million.

Market operators said investors mostly followed cautious stance due to the adverse impact of worsening Covid-19 pandemic with looming uncertainty about economic growth.

Reduction of lock-in period for undisclosed money investment in stocks to one year from proposed three years in the final budget also failed to attract investors amid worsening virus situation, said an analyst.

Lack of participation from the institutional investors along with regulator-set floor prices kept the investors out of the trading floor, he said.

Most of the shares remained stuck on the trading floor. Of the issues traded, 214 remained unchanged while 30 issues advanced and 36 declined on the DSE floor.

A total number of 22,884 trades were executed in the day's trading session with a trading volume of 30.84 million shares and mutual fund units.

The market-cap on the premier bourse also fell to Tk 3,115 billion on Sunday, from Tk 3,117 billion in the previous session.

Wata Chemicals topped the turnover chart with shares worth Tk 73 million changing hands, followed by Beximco Pharma, Bangladesh Submarine Cable, GlaxoSmithKline, and Sonarbangla Insurance.

Eastern Insurance was the day's best performer, posting a gain of 14.76 per cent following its corporate declaration while Tung Hai Knitting was the worst loser, losing 9.09 per cent.

The Chittagong Stock Exchange also edged lower with its All Shares Price Index (CASPI)—losing 10 points to close at 11,310 and the Selective Categories Index - CSCX –shedding 6.83 points to finish at 6,847.

Of the issues traded, 19 gained, 23 declined and 58 remained unchanged on the CSE.

The port city bourse traded 2.67 million shares and mutual fund units with a turnover value of Tk 893 million.

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-edge-down-amid-low-turnover-1593936408

শেয়ারবাজারের ২২ কোম্পানির ৬১ পরিচালককে আলটিমেটাম

ন্যূনতম ২ শতাংশ শেয়ার না থাকলে কেউ শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির পরিচালক পদে থাকতে পারবেন না। ২০১১ সালের আইন এটি। কোম্পানির পরিচালকদের ন্যূনতম শেয়ার ধারণ বাধ্যতামূলক করতে এ আইন করেছিল পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড

এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) সদ্য বিদায়ী এম খায়রুল হোসেনের নেতৃত্বাধীন কমিশন। আইনটি করার পর সে সময় শোরগোল পড়েছিল শেয়ারবাজারে। আইনটির বিপক্ষে বেশ কিছু পরিচালক উচ্চ আদালতে রিটও করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উচ্চ আদালতে টিকে গিয়েছিল বিএসইসির সেই আইন। ২০১১ সাল থেকে চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে বিদায় নিয়েছে খায়রুল কমিশন। কিন্তু আইনটি করার ক্ষেত্রে যতটা তৎপর ছিলেন, ততটা তৎপর ছিলেন না আইনটির পরিপালনের ক্ষেত্রে। ফলে আইন অমান্য করে ন্যূনতম শেয়ার না থাকার পরও বছরের পর বছর তালিকাভুক্ত কোম্পানির পরিচালকের পদে রয়েছেন অনেকে।

বিএসইসির পুনর্গঠিত কমিশন এসে সেসব আইন অমান্যকারী পরিচালকদের বিরুদ্ধে নতুন করে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। এ জন্য ন্যূনতম শেয়ার ধারণের শর্ত না মানা ২২ কোম্পানির ৬১ পরিচালককে আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। ৪৫ দিনের মধ্যে এই ৬১ পরিচালককে ন্যূনতম শেয়ার ধারণের শর্ত পরিপালনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। অন্যথায় এসব পরিচালককে পদ অপসারণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে বিএসইসি সূত্রে জানা গেছে। গত বৃহস্পতিবার এ–সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে। এখন পরিচালক পদে থাকতে হলে এসব পরিচালককে হয় নতুন করে শেয়ার কিনতে হবে নয়তো পদ ছাড়তে হবে।

জানতে চাইলে বিএসইসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘অনেক বছর ধরে আইন অমান্য করে যাঁরা পরিচালক পদে রয়েছেন তাঁদের বিষয়ে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা চাই শেয়ারবাজারে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে।’

বিএসইসি সূত্রে জানা গেছে, যে ২২ কোম্পানির পরিচালককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বেশির ভাগই বিমা খাতের কোম্পানি। কোম্পানিগুলো হলো এশিয়া ইনস্যুরেন্স, বাংলাদেশ জেনারেল ইনস্যুরেন্স, কন্টিনেন্টাল ইনস্যুরেন্স, দুলামিয়া কটন, ইস্টার্ন ইনস্যুরেন্স, এক্সিম ব্যাংক, ইমাম বাটন, ইনটেক লিমিটেড, কর্ণফুলী ইনস্যুরেন্স, কে অ্যান্ড কিউ, মেঘনা লাইফ ইনস্যুরেন্স, মার্কেন্টাইল ইনস্যুরেন্স, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স, প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনস্যুরেন্স, প্রভাতী ইনস্যুরেন্স, ইউনাইটেড এয়ার, ফু–ওয়াং সিরামিক, পূরবী জেনারেল ইনস্যুরেন্স, স্ট্যান্ডার্ড ইনস্যুরেন্স, ওয়াটা কেমিক্যালস, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স ও প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স।

২০১১ সালে ন্যূনতম শেয়ার ধারণ–সংক্রান্ত যে আইন করা হয়েছিল, সেখানে বলা হয়েছিল তালিকাভুক্ত কোম্পানির পরিচালক পদে থাকতে হলে ওই কোম্পানির ন্যূনতম ২ শতাংশ শেয়ার থাকা বাধ্যতামূলক। আর উদ্যোক্তা–পরিচালকদের হাতে সব সময় সম্মিলিতভাবে ওই কোম্পানির ৩০ শতাংশ শেয়ার থাকতে হবে।

https://www.prothomalo.com/economy/article/1667207/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A7%AC%E0%A7%A7-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE

পুঁজিবাজারে কালোটাকা বিনিয়োগে আরও ছাড়

অপ্রদর্শিত আয়ের টাকা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের যে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবারের বাজেট প্রস্তাবে, তা আরও শিথিল করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবে বিনিয়োগের টাকা তিন বছর বাজারে ধরে রাখার (লক-ইন) শর্ত দেওয়া হয়েছিল। দুই বছর কমিয়ে এখন শুধু এক বছর করা হয়েছে। আজ

সোমবার অর্থবিল ২০২০ পাস হওয়ার সময় তা শিথিল করা হয়।

বাজেট প্রস্তাবে কোনো জরিমানা ছাড়া শুধু ১০ শতাংশ কর দিয়ে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ প্রস্তাব দেন অর্থমন্ত্রী। অর্থনীতির মূলধারায় অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধির স্বার্থের কথা বলে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন।

সঞ্চয়পত্র, শেয়ার, বন্ড বা অন্য কোনো সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রেও একই সুযোগ রাখা হয়। বলা হয়, অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ এসব খাতে বিনিয়োগ করলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বা সরকারের অন্য কোনো দপ্তর টাকার উৎস জানতে চাইবে না।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু শর্ত ছিল তিন বছর ধরে রাখার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এমনকি নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনও (বিএসইসি) লক-ইনের শর্ত পুরোপুরি তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল।

কাল মঙ্গলবার বাজেট পাস হওয়ার কথা রয়েছে। ১ জুলাই বুধবার থেকে নতুন বাজেট কার্যকর হবে।

https://www.prothomalo.com/economy/article/1665904/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C